Keya Ghosh
Bengali
Sem-V
CC-12

# পারিবারিক নারী সমস্যা

— অন্নদাশঙ্কর রায়

## 1) পারিবারিক নারী সমস্যা প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু :-

এই প্রবন্ধটি 1923 সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্নদাশঙ্কর একালের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। ৬১টি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'তারুণ্য' 1928 সালে প্রকাশিত হয়। 'রত্ন ও শ্রীমতী' তাঁর প্রেমের উপন্যাস। সেখানে তিনি নারীর দুই রূপকে দেখেছেন। এখানে আছে যোগের সঙ্গে ভোগের দ্বন্দ্ব, আর আছে eternal নারীর প্রসঙ্গ। সমালোচক বলেছেন — "রত্ন ও শ্রীমতী কেবল প্রেমের উপন্যাস নয়, রত্ন কেবলই ideal - এর সঙ্গে শ্রীমতীকে মেলাতে চায়।" (রত্ন ও শ্রীমতী, বিজিত কুমার দত্ত)

তাঁর আধুনিক নারী চিন্তার আলোকে এই প্রবন্ধটি তেও ঐ উপন্যাসটির মতো নারীর দুটি রূপের বিশ্লেষণ ঘটেছে। লেখক ৬ টি পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং আমাদের নবজাগরণের শেষ পুরুষ। তাঁর চিন্তায় ও মননে সারাজীবন ধরে যে কটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল তার মধ্যে একটি হল eternal Feminine. তিনি বলেছেন — "অল্প বয়স থেকে দুটো জিনিসকে বড় বলে জেনেছি — একটি হল নরনারীর প্রেম, আর একটি হচ্ছে আর্টের প্রতি অনুরাগ।" 'পারিবারিক নারী সমস্যা' প্রবন্ধটিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিচয় পাওয়া যায় আমরা তা আলোচনা করতে পারি।

প্রথমতঃ- ইবসেনের 'Doll's House' — এর নায়িকা নোরার কয়েকটি কথাতে নারী সমস্যার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে — "সর্বপ্রথমে আমি মানুষ, তারপরে পত্নী ও জননী।" নোরা আধুনিক নারী। সে পুরুষের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখতে চায়নি। যেমন বাংলায় সুভা বলেছিল — "কেন, পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলে না?" সাহিত্য থেকে এই দুটি উদাহরণ তুলে তারপর অন্নদাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করেছেন, পুরুষ যেমন পুরুষই বোঝায়, স্বামী বা পিতা বোঝায় না, তেমনি নারী বলতে কেন শুধুই নারী বোঝাবে না? নারীর সমস্যার প্রধান কেন্দ্রটি হল পরিবার। যে পরিবারকে তার শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র বলে নির্দেশ করা হয় কিন্তু সেখানে তার স্থান কোথায়? সেখানে সে পত্নী যাকে পতির দাসী বা মাতাবাপে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। ইবসেনের নায়িকা তাই বিদ্রোহিনী হয়ে স্বামীকে বলেছিল — "I live by performing tricks for you." অন্নদাশঙ্করের মতে এটি সত্য কথা।

দ্বিতীয়তঃ- এরপর তিনি বলেছেন নারীকে কীভাবে মুখ বুজে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়, পুরুষের প্রভুত্ব স্বীকার করতে হয় — "যে চায় পুরুষের আশ্রয়, তাই তাকে দাম দিতে হয় আত্মমর্যাদা। পুরুষের আশ্রয়ের বিনিময়ে যে আত্মবিক্রয় করে।" নোরা বলেছিল — "পুরুষে ভালোবাসে ভালোবাসায় আমোদ পাওয়া যায় বলে, আমোদ টুকু পেলেই তার ভালোবাসার নেশা ছুটে যায়।"

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত :— এখানে তার বক্তব্য স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক হওয়া উচিত প্রেমের। ব্যক্তিগত জীবনেও এই দর্শনে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই ধীমান দাসগুপ্তকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন — " নরনারীর যে প্রেম তা সারাজীবন ধরে সাধনা করলেও শেষ হয় না। আমি ও আমার প্রিয়া যেমন আমরা দুজন, তেমনি আমরা একই সত্তার দুটি দিক।" ( মনস্বী অন্নদাশঙ্কর/ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী ) এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে পুরুষের উপর নির্ভর করলে নারীর স্বাধীনতা খর্ব হবে। দুইবোনের মতো সন্তানের ভার পিতা-মাতা উভয়কেই ভাগ করে নিতে হবে।

চতুর্থত :— তিনি পারিবারিক নারী সমস্যার পশ্চাৎপট স্মরণ করেছেন। বলেছেন নারীর সমস্যার আর এক কারণ হল শুধু পরিবার কেন্দ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ নয়, আর্থিক স্বাধীনতার অভাব। সে যদি অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হতে পারে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তখন তাকে অমূল্য মনুষ্যত্ব বর্জন করে দীক্ষায় মাতৃত্ব অর্জন করতে হবে না। যে দেশে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা আছে সে দেশে পুরুষের আইন তাকে বাঁধতে পারেনি। যেখানে নেই সেখানেই যত মিথ্যাচার। সেখানেই বর পণ প্রথার সৃষ্টি, Husband-hunting এর উদ্ভব। প্রাচীনকালেও নারীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে কৌলীন্যপ্রথার শুরু হয়েছিল।

পঞ্চমত :— এই সমস্ত কুপ্রথাগুলির তিনি পরিচয় দিয়েছেন — বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, স্ত্রী বিনিময়, সহমরণ, বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা ইত্যাদি কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে নারীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বিয়ে তার কাছে কারাগৃহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি বর্মায় কয়েকদিন একত্রে থাকলেই স্বামী-স্ত্রী হওয়া যায়, নারী সেদেশে স্বামী ও নিজের সন্তানকে অনেক সুখে পালন করে। এর কারণ যেখানে নারী আত্মনির্ভরশীল; অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা নেই। সহবাস করলেই পতিপত্নী ও ইচ্ছা করলেই বিচ্ছেদ নেওয়া যায়।

ষষ্ঠত :— লেখক এই ভাবেই পারিবারিক নারী সমস্যা সম্পর্কে উপসংহার টেনেছেন — পরিবার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথারও পরিবর্তন করতে হবে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যেদিন শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা হবে, সে মিলনে আত্মবিকাশ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য থাকবে না সেদিন বিবাহ প্রথাটাকেই তুলে দিতে হবে। বিবাহ বন্ধনের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। সেদিন স্বাধীনতার চরম বিকাশের দিন, দায়িত্ববোধেরও পূর্ণ পরিণতির দিন।

আমরা অন্নদাশঙ্করের এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গিটি এই কারণেই বিশেষভাবে আধুনিক। সমালোচক এই কারণেই বলেছেন — " অন্নদাশঙ্করের সত্য জিজ্ঞাসা আত্মসন্ধানী মানুষের লক্ষণ। তাঁর শিল্পকর্মে তারই সযত্ন প্রকাশ।"
( বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা/ সুদীপ বসু )

Scanned with CamScanner